যুগান্তর

তারিখ ..27. MAY. 2013...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী : আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে গতকাল রাজশাহী বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম-যুগান্তর

রাজশাহীতে নকলমুক্ত পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেছেন, আগামী ২৯ মে থেকে শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ার সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মোট ১৬টি জেলার ৪২টি পরীক্ষা কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলোতে সার্বক্ষণিক ভিডিও চিত্র ধারণ করা হবে। পরীক্ষা চলাকালে আটটি ভ্রাম্যমাণ টিম এবং ২৫০টি ভিজিলেন্স টিম কাজ করবে। ভ্রাম্যমাণ টিমের দায়িত্বে থাকবেন বোর্ডের কর্মকর্তারা। প্রতিটি টিমে ৪ থেকে ৬ জন করে ১ হাজার ২৭ জন শিক্ষক ভিজিলেন্স টিমে দায়িত্ব পালন করবেন। রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ১ লাখ ৪৯ হাজার ৬৩৯ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে ছাত্র ৯০ হাজার ৭৮ জন এবং ছাত্রী ৫৯ হাজার ৫৬১ জন। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান শাখা থেকে ৫৩ হাজার ১৫৪ জন, মানবিকে ৭৮ হাজার ৪১৯ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে ১৮ হাজার ৬৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। গতকাল রাজশাহী বোর্ডের সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বোর্ডের চেয়ারম্যান এসব তথ্য জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সচিব প্রফেসর নিজাম উদ্দিন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুসা উদ্দিন বিশ্বাস, উপ-হিসাব নিরীক্ষক নুরুল ইসলাম, কলেজ পরিদর্শক সাহাবুদ্দিন, বিদ্যালয় পরিদর্শক মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান মূল্যায়ন অফিসার খন্দকার নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

বোর্ডের ঘোষণা করা ৪২টি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে রাজশাহীর ১টি, নাটোরের ৩টি, নওগাঁর ৬টি, পাবনার ২টি, সিরাজগঞ্জের ৩টি, বগুড়ার ৩টি, রংপুরের ৪টি, গাইবান্ধার ৬টি, নীলফামারীর ৩টি, কুড়িগ্রামের ২টি, দিনাজপুরের ৫টি, ঠাকুরগাঁওয়ের ২টি এবং পঞ্চগড়ের ২টি। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সার্বক্ষণিক ভিডিও চিত্র ধারণ করা হবে বলে বোর্ড চেয়ারম্যান জানান।

বাগমারা প্রতিনিধি জানান, বাগমারায় আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গতকাল উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জিএম আবদুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপজেলার ২২টি কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ আবদুল জলিল মিয়া, অধ্যক্ষ আবদুল আজিজ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এ কে দাস, ভূমি অফিসার তোফায়েল আহম্মেদ, অধ্যক্ষ আতাউর রহমান শিকদার প্রমুখ।